দৈনিক ইত্তেফাক

১৩/১১/২০০১

বিদ্যা বিক্রয়ের দোকান!

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন

ধানী ঢাকা শহরের কিছু কোচিং সেন্টার রে ঘুরে দেখে ওগুলোকে বিদ্যা বক্রয়ের দোকান বলেই মনে হয়েছে। করে কলাবাগান, ফার্মগেট ইত্যাদি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে সব সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে তার –পরিস্থিতি দেখলে যে কেউ উপলব্ধি পারবেন টাকা রোজগারের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতারা কি পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন। ছাট এক একটি মুরগীর খোপের মতো গাদাগাদি করে কোমলমতি শিশুদের স করে বসানোর ফলে কক্ষটিতে কর অবস্থা বিরাজমান। কিন্তু সেদিকে ব্যবসায়ীদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা একথা করেন না যে, বিদ্যাদান করতে হলে হীতাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। যুক্ত পরিবেশের কথা তো চিন্তাও করা যায় ং অলি-গলির মধ্যে ভাড়া করা ফ্লাটে টি রুম নিয়ে চালানো হচ্ছে কোচিং গুলি। এসব গলির ভিতরকার বাড়ীগুলোও নির্মাণ বিধি অনুযায়ী সাইডস্পেস না রেখেই করা হয়েছে। ফলে একটি বাড়ীর সাথে বাড়ীটি লাগালাগি করে আলো বাতাস বন্ধ বাড়ীগুলিও সদম্ভে মাথা উঁচু করে-তাদের ন জাহির করছে। আর এইসব বাড়ীতেই আমাদের সন্তান তথা ভবিষ্যৎ কেদের নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হয়ে যাচ্ছি। আমাদের শিশুদের সুন্দর ্যৎ গড়ার জন্য এ এক নিরন্তর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যা আছে তাই নিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি। জনে হাট-বাজারের ফর্দ কাট-ছাট করে ও আমরা আমাদের সন্তানদের প্রাইভেট নোর ব্যয়ভার ঠিকই বহন করে চলেছি। এ বহন করতে গিয়ে অনেকেই অনেক রকম ্যার সম্মুখীনও হচ্ছি। কিন্তু তাতে কি? কে নিয়ে ঠিকই নির্দিষ্ট সময়ে রিক্সা-স্কুটারে হাজিরা দিচ্ছি কোচিং সেন্টারগুলিতে। ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব গাড়ী আছে তাদের একটু ধা থাকলেও তারাও কম ঝামেলা পোহাচ্ছেন একই গতি পদ্ধতিতে তারাও সমানতালে র যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটিই তা হলো নিজের নের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু আমরা দুদ্দেশ্যে যে বিদ্যার দোকানগুলোতে ভিড় াচ্ছি তার হাল-হকিকত কি? ঐ হালহকিকত থার জন্য দেশে কি কোন কর্তৃপক্ষ আছেন? ঐ বসায়টি পরিচালনার জন্য সরকারের কি নির্দিষ্ট ন নীতিমালা আছে? থাকলে সে নীতিমালা ? কোচিং সেন্টারগুলো ঘুরে-ফিরে দেখে ত্যকার প্রশ্নই মনের ভিতর ঘুর-পাক খাচ্ছিল ক একটি কোচিং সেন্টার দেখেছি আর ভেবেছি দারুণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হতে ব্যবসায়টি লানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যা বিক্রয়ের ক্ষগুলোতে অপর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা দেখলাম। কটি ফ্যান তাও কোন মতে চলছে, অথচ মটিতে গাদাগাদি প্রায় ২০/২৫ জন বিদ্যার্থী। াদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে রুমটির বাতাস গরম য়ে গিয়েছে। এরপর বিদ্যুৎ চলে গেলে শিশুদের র্মাক্ত শরীর মুখ গাল দেখলে সত্যি খারাপ াগে। এর মধ্যেই চলছে বিদ্যার আদান-প্রদান। ুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক এসব দেখে-শুনেও চুপচাপ সহ্য করে াচ্ছেন। কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলছেন এদেশে কাউকে কিছু বলে লাভ নেই, মুখবন্ধ করে সহ্য করাই শ্রেয়। একজন অভিভাবককে সামনে পেয়ে কোচিং সেন্টারের দূরবস্থা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–এসব দেখে, শুনেও কেন এসেছেন? ভদ্রলোক সহজভাবেই উত্তর দিলেন কি করবো সামনে পরীক্ষা কোচিং না করালে ভাল রেজাল্ট হবে না। ভাল রেজাল্ট না করলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কি বলবে? বুঝলাম এখানে একটি সামাজিক ব্যাপার-স্যাপারও আছে। পুনরায় প্রশ্ন

গেলেই পারতেন। ভদ্রলোক বললেন, মোটামুটি সবক্ষেত্রেই একই অবস্থা বিরাজমান। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকাসহ কিছু কিছু আবাসিক এলাকায় অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশ থাকলেও তা আমাদের মতো সীমিত আয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোক আরও জানালেন, প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই এখন স্কুলের মত ভর্তি ফি আদায়ের নিয়ম চালু হয়েছে। তাছাড়া কোচিং সেন্টার হতেই বই-খাতা ইত্যাদিও ক্রয় করতে হয়। তাই দেখে শুনে সাধ্যের মধ্যে এসেছি। অন্য একটি কোচিং সেন্টারের নিয়ম-নীতি শুনে আরও অবাক হলাম। সেই কোচিং সেন্টারে তারা ছাত্র পড়াবেন কিনা এজন্য সেখানে পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষা ফি বাবদ প্রতিজনকে দুই হাজার টাকা দিতে হবে। এই ভাবেই প্রতিমাসে ৫০ জনের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং শুধু এ বাবদই তাদের আয় হচ্ছে মাসে এক লাখ। আমাকে ২/৩ বছর আগে এক বন্ধু বলেছিলেন ফার্মগেটের একজন কোচিং সেন্টারের মালিক শুধু কোচিং / ব্যবসায়ের আয়-রোজগার দ্বারা আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে দুই-দুইটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেছেন। সে সময় কথাটি শুনে তা তথ্যনির্ভর মনে হয়নি। কিন্তু এই লেখাটি লেখার জন্য যখন এ বিষয়ে একটু তত্ত্ব তালাশী নিলাম তখন ঐ বিষয়টি একেবারে ভিত্তিহীন মনে হলো না। একজন কোচিং ব্যবসায়ী সম্পর্কে জানি যিনি ঢাকায় ২/৩টি ভবন ভাড়া করে এ ব্যবসায় পরিচালনা করে নিজ জেলা শহরেও তার বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং সেই মফস্বল শহরে তার অনেক ধনসম্পদসহ বেশ যশ-খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মাঝে মধ্যে নির্বাচনে এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করে থাকেন। এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অর্থ-উপার্জন বা এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অন্যায় বা অপরাধ বিবেচনা করে আমি বিষয়টি উল্লেখ করি নাই। সংশ্লিষ্ট বিদ্যা ব্যবসায়ীর অর্থ উপার্জন করাসহ এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবশ্যই অধিকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো বিদ্যাকে তারা যে ভাবে পণ্য বানিয়ে বাজারে ছেড়েছেন এবং তার সুফল এবং কুফল সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা না করেই জনসাধারণ যেভাবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তা ক্রয় করতে নেমেছেন তা দেখে শঙ্কিত হয়েই আজকের লেখাটি লিখতে বসেছি। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। আগে এ পেশায় যারা আসতেন তারা এটাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতেন। একদম অর্থ রোজগারেই যেন-তেন প্রক্রিয়া হিসাবে কখনও এ পেশাকে গ্রহণ করা হতো না। সত্তরের দশকে আমরা যখন লেখাপড়া শেষ করেছি তখনও কাউকে শিক্ষকতা বেছে নিতে দেখলে দেখেছি তিনি শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত এবং মূল লক্ষ্য মনে করেই ওদিকটায় যাচ্ছেন। গাদাগাদা টাকা রোজগারকে মূল লক্ষ্য মনে করে কেউ কখনও ঐ পেশায় যেতেন না। কিন্তু এখন কি সরকারী স্কুল-কলেজ, কি বেসরকারী স্কুল-কলেজ। হোন তিনি অংক, বাংলা, ইংরেজীর শিক্ষক একবার কোন স্কুলে গ্যাট মেরে বসতে পারলেই হলো। ব্যাস, ক্লাসে বসেই তিনি শুরু করে দেন, "এই আমার কাছে প্রাইভেট পড়বি বুঝলি।" এমনও দেখা গিয়েছে, শিক্ষকের আহ্বান সত্ত্বেও প্রাইভেট না পড়ায় অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষাতে সঠিক, শুদ্ধ একটি অংক কেটে সেই অংকে কোমলমতি শিশুটিকে শূন্য নম্বর দেয়া হয়েছে। শিশুটির পিতা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় গিয়ে খাতাসহ সাক্ষাৎ করলে পরদিন ঐ অংকটিতে দশ নম্বর দেয়া হলেও সেই অংক টিচারই ক্লাসে পুনরায় শিশুটিকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, "আমার কাছে প্রাইভেট না পড়লে এই রকমই হবে"। কি স্পর্ধার কথা! সুধী পাঠকবৃন্দ। এটা রাজধানী ঢাকার একটি নামকরা স্কুলের ঘটনা, শিশুটির পিতা পরবর্তী বছরই তার সন্তানকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এরকম উদাহরণ দিলে আরও দেয়া যাবে। কারণ বিদ্যা এখন একশ্রেণীর শিক্ষকের নিকট বিপণনের পণ্য। তাই তাদের কেউ কেউ এই পণ্য বিক্রয়ের জন্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দোকান খুলে বসেছেন। দোকানী যেমন অধিক মুনাফার জন্য আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করেন, আজকাল একশ্রেণীর শিক্ষকও ঠিক তেমনি রকমারি বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের আকর্ষণ করে থাকেন। তবে দোকানীরা দোকানের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করলেও বিদ্যা বিক্রয়ের দোকানীদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এর কারণ হলো এখনও এদেশে একশ্রেণীর বিদ্যা-বিক্রেতা একচেটিয়া ব্যবসা করে চলেছেন। এ ব্যবসার প্রতিযোগিতা তীব্র হলে তখন তারা পরিবেশের দিকে নজর দিবেন কিনা সময়ই তা বলে দেবে। বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষকরাই যে একতরফা দায়ী সে কথাও একশত ভাগ সঠিক নয় বলে মনে করি। অল্প কিছু দায়-দায়িত্ব একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের উপরও বর্তায়। কারণ ঐ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক সব সময় রেডীমেড ফল প্রত্যাশা করে থাকেন। আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে যে ফল অর্জন করে সেটাই স্বাভাবিক ফল। প্রয়োজন বোধে ঐ শিক্ষার্থী যে সমস্ত বিষয়ে বা স্থানে একদম বুঝতে অসমর্থ সেক্ষেত্রে তাকে অভিভাবক বা একজন শিক্ষক সহায়তা দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তাই বলে দুর্বল, হীনস্বাস্থ্য ব্যক্তিকে ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর মত করে একজন শিক্ষার্থীকে বিদ্যার দোকানে ঘুরে ঘুরে বিদ্যা ক্রয় করে তা তার উদরে প্রবিষ্ট করিয়ে ভাল রেজাল্ট করানোর মানসিকতা ভবিষ্যতে তার জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। তাই অভিভাবকদের বলি বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এভাবে ইঁদুর দৌড়ে সামিল না হয়ে ঐসব ভিটামিন ট্যাবলেট এরমত বিদ্যার দোকান হতে বিদ্যা ক্রয় হতে বিরত থেকে স্বাভাবিকভাবে সন্তানদের বিদ্যান করার পথ ধরতে। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা হতে দেখেছি অনেক পিতা মাতাই টাকার জোরে ৮/১০ টা টিউটর দিয়ে সন্তান পড়িয়ে প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করানোর পরও ঐ সন্তান কর্মজীবনে ভাল করতে পারে নাই। তাই নিত্য নতুন চমকদার বিজ্ঞাপন দেখে কোচিং সেন্টারে দৌড়াদৌড়ি করার চেয়ে ঘরে বসেই সন্তানকে পাঠাভ্যাসের পরিবেশ তৈরী করে দেয়া হোক। প্রয়োজন বোধে সন্তান কোন বিষয়ে দুর্বল হলে অভিভাবক নিজে অথবা দুই/একজন টিউটর দিয়ে একটু দেখিয়ে দেওয়া হোক, এর বেশী কিছু নয়। এর বেশী কিছু করতে গেলেই সন্তানের চাইতে অভিভাবকদেরই প্রতিযোগিতায় নামতে হয় বেশী করে। আর সেই প্রতিযোগিতা যে অর্থের প্রতিযোগিতা তা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই আমাদেরকে ঐ প্রতিযোগিতা হতে বিরত থাকা উচিত। আজকাল সুস্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যিনি যার সন্তানের পিছনে বেশী অর্থের যোগান দিয়ে বেশী বেশী টাকা ঢালতে পারছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সন্তানই পাবলিক পরীক্ষাসমূহে ভাল রেজাল্ট করছে। এ প্রতিযোগিতা যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নয় তা আমরা সকলেই জানি। আর এই অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা হতেই কোচিং সেন্টারগুলি ফায়দা লুটে নিচ্ছে। যেন-তেন স্থানে যেন-তেন একটি কোচিং সেন্টার বা বিদ্যার দোকান খুলতে পারলেই তার মাধ্যমে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকিরে লাখ-লাখ টাকা উপার্জন। আজ এই মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন আনতে না পারলে বিদ্যা ব্যবসায় এদেশে এমনভাবে জেঁকে বসবে যে দিনের পর দিন এ ধরনের বেনিয়ারা এই ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। তাই এই ব্যবস্থার অবসানের জন্য অভিভাবকবৃন্দ এবং সরকারকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাযথ পরিদর্শন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে যদি কোচিং সেন্টারগুলির পরিবেশ, শিক্ষার মান, শিক্ষকের মান ইত্যাদি দেখে-শুনে তারপর অনুমোদন না দেন তাহলে কোচিং সেন্টারগুলি লাগামহীন ব্যবসা চালাতেই থাকবে, বিধায় এ বিষয়ে অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

লেখক- মুক্তিযোদ্ধা, টেলিভিশন নাট্যকার নাট্যশিল্পী, কলামিষ্ট।

বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষকরাই যে একতরফা দায়ী সে কথাও একশত ভাগ সঠিক নয় বলে মনে করি। অল্প কিছু দায়-দায়িত্ব একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের উপরও বর্তায়। কারণ ঐ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক সব সময় রেডীমেড ফল প্রত্যাশা করে থাকেন। আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে একজন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে যে ফল অর্জন করে সেটাই স্বাভাবিক ফল। প্রয়োজন বোধে ঐ শিক্ষার্থী যে সমস্ত বিষয়ে বা স্থানে একদম বুঝতে অসমর্থ সেক্ষেত্রে তাকে অভিভাবক বা একজন শিক্ষক সহায়তা দিলেই যথেষ্ট।